সংবাদ

তারিখ 10 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

চবির এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষক ছুটিতে : বাড়ছে সেশনজট

আবেদন আরও ১৫০ জনের

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগের চেয়ে বেশি শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিসহ বিভিন্ন ছুটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষকেরই ছুটির মেয়াদ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি হয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেননি। কিছু কিছু বিভাগে এসব শিক্ষকের কারণে দেখা দিয়েছে চরম সেশনজট। শিক্ষার্থীদের মানবিক দিকটি বিবেচনা না করে এসব শিক্ষক বছরের পর বছর শিক্ষা ছুটিসহ বিভিন্ন ছুটি কাটিয়ে যাচ্ছেন। ছুটি নিয়ে কয়েকজন শিক্ষক ক্লাসে ফিরে না আসায় গত বছর কয়েকজনকে চাকরিচ্যুত করা হলেও তা ফিরে না আসা শিক্ষকদের ওপর তেমন কোন প্রভাব ফেলছে না বলে মন্তব্য করেছেন কয়েকজন শিক্ষক।

সূত্র জানায়, আরও দেড় শতাধিক শিক্ষক শিক্ষা ছুটিসহ বিভিন্ন ছুটির জন্য চবি রেজিস্ট্রার অফিসে আবেদন করে রেখেছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়াসহ সেশনজটের সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা ছুটিসহ বিভিন্ন ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের যথা সময় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা না করে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের ৫ ভাগের একভাগ অর্থাৎ ১২৫ জন শিক্ষক রয়েছেন শিক্ষা ছুটিসহ বিভিন্ন ছুটিতে।

এর মধ্যে রয়েছে কলা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ১৫ জন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ২৯ জন, আইন অনুষদের ১ জন, বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ৩৬ জন এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ২২ জন শিক্ষক।

এ ব্যাপারে চবি সিন্ডিকেট সদস্যরা সংবাদকে জানান, শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটির নিয়মনীতি প্রণয়নে চবির সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিনকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যেসব শিক্ষক বাইরে রয়েছেন তাদের কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা যায় অথবা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা।